ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন? - একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

অভিজিৎ রায়

আমি সুরজিত মুখার্জীর 'ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন?' খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। তিনি তার প্রবন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন, এ বইটির সম্পাদক হিসেবে আমি যার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। আমি আমার উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

সুরজিত প্রশ্ন করেছেন, কেন বিজ্ঞানকে ধর্মের চাইতে কেউ কেউ বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন? কেউ কি বলতে পারে ইতিহাস কিংবা ভুগোলের মধ্যে কে বড়? এ কথাগুলো শুনতে মধুর লাগে, ক্ষেত্র বিশেষে 'যৌক্তিক' বলেও মনে হয়, কিন্তু এ গুলোর উত্তর সুরজিত বাবু নিজেও হয়ত জানেন। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বের কারণেই গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীকে একটা সময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। সেই ঘটনাটি আরেকটিবার স্মরণ করা যাক। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে - বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে চার্চ গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করেছিল 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগে। ১৬৩৩ সালে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়, হাটু ভেঙ্গে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক - পৃথিবী স্থির অনড় - সৌর জগতের কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মুখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞান সাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল:

> আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হয়ে এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ ধর্মযাজকদের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রীষ্টীয় সধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হয়ে স্বহস্তে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হয়েছে ও যা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে আমি তা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহয়তা পেলে ভবিষ্যতেও করব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কিরূপ শাস্ত্রবিরোধী সে সব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোন সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি; এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রীষ্টধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। .... অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে

> বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরূদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। ...আমি শপথ করে বলছি যে, আমার ওপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কখনও কিছু বলব না বা লিখব না। এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও ওপর ধর্মবিরূদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের নিকট আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার ওপর যে সব প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যে কোন একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি এঁরা আমার সহায় হোন। আমি উপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপর্যুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্র"ত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্তলিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের নিকট সমর্পন করছি। ২২শে জুন, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট।"

শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন- 'তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে'। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরীণ অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরীণ করে নিযযাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু গ্যালিলিও বা ব্রুনো নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাইপেশিয়া, এনাক্সোগোরাস, ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস, এনাক্যু সিমন্ড, লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউ, লিগেট, ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে লেখকেরা এধরণের নিপিড়নের অনেক পরিসংখ্যান হাজির করেছেন। ইতিহাস আর ভুগোলের মধ্যে এহেন রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের কথা কি সুরজিত বাবু কখনো শুনেছেন? কখনো কি শুনেছেন যে, ইতিহাসের কোন তত্ত্বের জন্য ভুগোল-ওয়ালারা নির্যাতন করেছে কোন বিজ্ঞানীর উপর? এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বকে ইতিহাস - ভুগোলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সাথে তুলনা করা অতি সরলীকরণ বই কিছু নয়।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনী পোড়ানোর মত তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের

অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নব আবিস্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনী গুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিককে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এব্যাপার স্যাপার গুলোতো আর ইতিহাস ভুগোলের সাথে তুলনা করে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না।

এখন কথা হচ্ছে কেন এই দ্বন্দ্ব যার বলি হয়েছে বিজ্ঞানীরা প্রতিটি যুগে? কারণ, ধর্ম সব সময়ই এক ধরণের 'অ্যাবসুলটনেস' দাবী করে - ধর্গ্রন্থে লেখা বাণিগুলোকেই অভ্রান্ত সত্য হিসবে মেনে চলতে বাধ্য করে এর অনুসারীদের। এর বাইরে এক পা দিলেই হা রে রে করে ঝাপিয়ে পড়ে। ধর্ম মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রাচীন, বালখিল্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা ধারনা দেয়, আর অন্য দিকে বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নতুন জ্ঞানের সাপেক্ষে আমাদের আধুনিক ধারণায় আমাদের আলোকিত করে তুলে। ধর্ম ধর্মগ্রন্থে লেখা বানীর সাপেক্ষে নীতি-নৈতিকতার এক ধরণের 'পরম আকড়' হিসবে প্রতিপন্ন করতে চায়। এর অন্যথা হলেই চলে নির্যাতন কিংবা ঘৃণা। ভারতে দীর্ঘদিন জাতিভেদের যে বিষবাষ্প কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, যেভাবে শুদ্র এবং দলিতদের উপরে চলেছে নির্যাতন নিপিড়ন, যে ভাবে সতীদাহের নামে মহিলাদের একসময় পুড়িয়ে মারা হয়েছে - তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম হতে উৎসারিত। সৌদি আরবে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখা হয় ধর্মের দোহাই দিয়েই। আফগানিস্তানে আর ইরানে কাঠমোল্লারা ক্ষমতা দখলের পর কিভাবে আল্লাহর আইন বলবৎ করতে গিয়ে মানবাধিকারকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে তা আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে কিভাবে ১৯ জন ধার্মিক এরোপ্লেনকে বোমা বানিয়ে ৯/১১ এর মত ঘটনা ঘটিয়েছে। কাজেই ব্যাপারটা এত সরল নয়। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তার 'God Is Not Great: How Religion Poisons Everything.' গ্রন্থে বলেন[1] -

> 'ধর্মের বিরুদ্ধে চারটি পুরনো অভিযোগ আছে। প্রথমত: মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্ম সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দেয়। দ্বিতীয়ত: এটা ভুল ভাবে মনে করে যে আত্মার শান্তর জন্য শক্তি যোগায় কেবলমাত্র ধর্ম। তৃতীয়ত: ধর্ম যৌনতাকে অস্বাভাবিক ও বিপদজনকরূপে উপস্থাপন করে আর নারীদের হেয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে। চতুর্থত: ধর্ম মনে করে নৈতিকতার ধারক আর বাহক কেবল ধর্ম'।

এ সমস্ত ভুলের নিগড় থেকে ধর্ম যে এখনো বেরুতে পেরেছে তা বলা যায় না।

সুরজিত বাবু অন্ধবিশ্বাসকে বিশ্বাস থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করেছেন। সাধু প্রস্তাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে কিভাবে অন্ধবিশ্বাস আর বিশ্বাস পৃথক করা যাবে? আমার মতে, বিজ্ঞান আর ধর্মের প্রতিনিয়ত সংঘাত আর সংঘর্ষেই ধর্মবাদীরা বুঝতে পারছেন, তাদের বিশ্বাসগুলো ভুল আর পরিত্যাজ্য। তারা আজ বুঝতে পেরেছেন, ভূকেন্দ্রিক সৌরমডেলে আর আস্থা রাখা যাবে না, তা যতই ধর্মগ্রন্থ দ্বারা

[1] অষ্টম অধ্যায় ক্রিস্টোফার হিচেনসের (অগ্নি অধিরূঢ় অনুদিত) 'ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য

সমর্থিত হোক না কেন; তারা বুঝতে পেরেছেন ছয় হাজার বছরের পৃথিবীর বয়সের ধারণা অবৈজ্ঞানিক; তারা বুঝতে পেরেছেন জীবজগত স্থিতিশীল নয়; তারা বুঝতে পেরেছেন আদম হাওয়ার কেচ্ছাকাহিনী থেকে বিবর্তন তত্ত্ব অনেক বেশী গ্রহনযোগ্য। কাজেই বিজ্ঞানকে হেয় না করে বরং সুরজিতবাবুর কৃথার্থ থাকা উচিত যে, তিনি যা চাইছেন তা বিজ্ঞানই করে দিচ্ছে।

তবে সত্যি বলতে কি, সুরজিত বাবু যতই বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস বা অপবিশ্বাসের পার্থক্য করার চেষ্টা করুন না কেন, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। ডঃ হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[2],

> 'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতেমানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভুতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।'

জিম ওয়াকার তার The problems with beliefs প্রবন্ধে[3] বলেন -

> Beliefs and faiths represent a type of mental activity that produces an unnecessary and dangerous false sense of trust and wrongful information (thinking coupled with the feeling of 'truth'). Faith rarely agrees with the world around us. History has shown that beliefs and faith, of the most intransigent kind, have served as the trigger for tragic violence and destruction and sustained the ignorance of people. Replacing beliefs with predictive thoughts based on experience and evidence provide a means to eliminate intransigence and dangerous superstitious thought.

জিম ওয়াকার আরো বলেন -

> Why does religious belief create such monstrous atrocities? Because religion expresses everything into terms of belief, faith, and absolutes, without need for reason or even understanding. Religion puts reality, morality, love, happiness and desire in a supernatural realm inaccessible to the mind of man. How can humans ever achieve peace when their religious scripts has their god condoning war and violence, while man

[2] হুমায়ুন আজাদের মুখোমুখি - বাংলাদেশও এখন চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, মুক্তমনা, http://www.mukto-mona.com/Articles/humayun_azad/mukho_mukhi.pdf

[3] Jim Walker, The problems with beliefs, http://www.nobeliefs.com/beliefs.htm

> must accept the superstitious belief that their unknowable god does this for mysterious reasons, forever beyond the comprehension of man? How can you understand the physics of the universe if you believe that an unfathomable supernatural agent created everything just a few thousand years ago? How can you live a full happy life if your religion denies the nature of sex, desire, and mind? How can you have workable government if you believe laws derive from an incomprehensible super-being? How can you have the future of the planet or your grand children if you believe that supernatural predestination will end the world?

আসলে দ্বন্দ্বটা অন্ধবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস আলাদা করার বিষয়ে নয়, দ্বন্দ্বটা বিশ্বাস বনাম যুক্তির। দ্বন্দ্বটা বিজ্ঞান বনাম অপবিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের তথা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুক্তমন (open mind) মুক্তান্বেষা (free inquiry), সংশয়ী মনোবৃত্তি (critical thinking), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) এবং পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ প্রাকৃতিক-জ্ঞান, যেটাকে ইংরেজীতে বলে - 'methodical naturalism'। ধর্ম যেখানে ঐশী বানীর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে একটি 'বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা' কায়েম করতে চায়, সেখানে বিজ্ঞান কোন অনুকল্পকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো, দেশ, কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতিভেদেও পরিবর্তিত হয় না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কিংবা প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো যে কোন দেশের গবেষণাগারে বসে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। বিজ্ঞান সে অর্থে সার্বজনীন। ধর্মও এক ধরণের সার্বজনীনতা দাবী করে, তবে তাদের 'সত্যতা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করে লোককথা, উপকথা, ঐশী বাণী, প্রত্যাদেশ, পবিত্র কিতাব গ্রন্থ, নবী-পয়গম্বর, সাধু সন্ত, ভিক্ষু কিংবা মোল্লাদের বচনের উপর। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' - সকল ধর্মেরই মূল উপজীব্য। কিন্তু এ সব আপ্তবাক্য কিংবা ঐশী বচনের চেয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কথাই আজ অনেক ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণীয়। তাই মহাবিশ্বের জন্ম এবং পরিণতি নিয়ে একজন পোপ কিংবা বায়তুল মোকারমের খতিবের চেয়ে স্টিফেন হকিং কিংবা ওয়াইবার্গের মত বিজ্ঞানীদের মতামতই এ সময়ে সচেতন মানুষদের কাছে কেন বেশী আকর্ষনীয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রবীর ঘোষ তার অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থে বলেছিলেন- সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে। ব্যাপারটা যত দিন যাচ্ছে আমাদের কাছে ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com